পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৪৯, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

সার্কুলার

সকল জেলা কমিটির সম্পাদক/সভাপতিদের প্রতি

প্রিয় সাথীবৃন্দ,

আজ ২৭/১০/২০২৫ সোমবার কমরেড মুন্সী মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গুলি বাস্তবায়িত করার জন্য অনুরোধ করছি।

<u>জেলা সম্মেলনে প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয়:-</u>

রিপোর্টে প্রথাগত ভাবে আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্য পরিস্থিতির যতটুকু না লিখলে নয়, ততটুকু লেখার পাশাপাশি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে জেলা সংগঠনের সামগ্রিক অবস্থা।

কলেজ ইউনিট ধরে ধরে বিস্তারিতভাবে সেই কলেজ বা ইউনিটের বর্তমান অবস্থা তথ্যভিত্তিক তুলে ধরতে হবে।

১) ইউনিট কমিটিগুলির সাংগঠনিক অবস্থা:-

ক) মোট শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা। স্থায়ী কতজন, অস্থায়ী কতজন।

খ) বিগত সময়ে কত জন শিক্ষাকর্মী ছিলেন (বিগত পাঁচ বছর)

গ) কতজন আমাদের সংগঠনের সদস্য।

ঘ) বিরোধী কোন সংগঠন আছে কিনা।

ঙ) যারা আমাদের সদস্য নন তারা বিরোধী সংগঠনের সদস্য? না নিরপেক্ষ।

চ) কর্মস্থলে সাংগঠনিক মিটিং করা যায় , না করা যায় না।

ছ) ইউনিট সম্মেলনের আগে সদস্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা গেছে কিনা।

জ) সম্মেলনে কতজনকে উপস্থিত করা গেছে।

ঝ) কতজন আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

ঙ) আলোচনার মান।

চ) কতজনকে নিয়ে ইউনিট কমিটি গঠিত হয়েছে।

<u>জেলা প্রসঙ্গ</u>

ক) জেলায় মোট কটি কলেজ রয়েছে।

খ) মোট শিক্ষাকর্মী সংখ্যা । কতজন স্থায়ী। কতজন অস্থায়ী।

গ) বিগত সময়ে জেলায় মোট শিক্ষাকর্মী সংখ্যা কত ছিল। (বিগত পাঁচ বছর)

ঘ) সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যা কত। স্থায়ী সংখ্যা এবং অস্থায়ী সংখ্যা আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে।

ঙ) বিগত সম্মেলনের সময় সদস্য সংখ্যা কত ছিল।

চ) সদস্য সংখ্যা যদি কমে তার কারনে।

ছ) ব্যাপক অংশের অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী থাকা সত্বেও তাদের সংগঠনের অভ্যন্তরে আনা যাচ্ছে না কেন । তার মূল্যায়ন।

জ) জেলায় বিরোধী শিক্ষাকর্মী সংগঠনের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা। (স্থায়ীদের এবং অস্থায়ীদের)

ঝ) জেলা কমিটির সভা নিয়মিত, না অনয়মিত। এই সময়ের মধ্যে কটি জেলা কমিটির সভা সংঘটিত করা গেছে।

ঙ) জেলা কমিটি সদস্যদের কাজের মূল্যায়ন।

জেলা কমিটির সভায় উপস্থিতি।

জেলা এবং রাজ্যের কর্মসূচিতে উপস্থিতি।

২) জেলা সম্মেলনে সকল ইউনিট কমিটির সদস্যই জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি হবেন। বিগত জেলা কমিটির সদস্যরা এক্স অফিস সদস্য হিসাবে জেলা সম্মেলনে অংশ নেবেন।

৩) জেলা সম্মেলনে অবজারভার হিসেবে রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের উপস্থিত থাকবেন।

৪) নিষ্ক্রিয় সদস্যদের সক্রিয় করার প্রশ্নে জেলা কমিটির ভূমিকা।

৫) কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে আগামী দিনে জেলা নেতৃত্বে নির্বাচনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬) জেলা কমিটিকে সচল এবং সক্রিয় করার প্রশ্নে প্রয়োজনে ছোট আকারে জেলা কমিটির গঠনের অগ্রাধিকার দিতে হবে। (জেলা কমিটি সংখ্যা মোট সদস্যের ১/৩ অংশের বেশি যাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত)

৭) বিশেষত জেলা সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে (সম্পাদক/ সভাপতি / পদাধিকারী) আমাদের সংগঠন ছাড়া অন্য কোন স্তরে অধিক দায়িত্ব পালন করেন, এমন কমরেডদের পদাধিকারী না করা বাঞ্চনীয়।

৮) সংগঠনের গঠনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী কার্যকরী কমিটিতে সর্বোচ্চ তিনজনকে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী থাকতেই পারেন। সেক্ষেত্রে দুটো বিষয় বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে:-

১) অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কমরেডের সম্মতি থাকতে হবে।

২) কোন ভাবেই তিনি যাতে অসম্মানিত না হন সে বিষয়ে নেতৃত্বকে সজাগ থাকতে হবে।

৮) জেলা সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রশ্নে সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্ম ব্যবহারের প্রশ্নে জেলা কমিটির গুলির বর্তমান ভূমিকা।

৯) বিগত সময়ে কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা কমিটিগুলির অভিজ্ঞতা।

১০) তহবিল প্রসঙ্গ

১১) জেলা কেন্দ্র

১২) পত্রিকা সংক্রান্ত বিষয়।

১৩) আগামী রাজ্য সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসেবে জেলার সম্মেলন থেকে তিনজন সদস্য পিছু একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। রাজ্য কমিটির সদস্যরা এক্স অফিসিও সদস্য হিসেবে প্রতিনিধি হবেন।

১৪) রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিক থেকে জেলা সম্মেলন গুলি নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হলে তাহলে জানুয়ারি ২০২৬ শেষ সপ্তাহে সম্ভব রাজ্য সম্মেলনের দিন ঘোষণা করা হবে।

এক্ষেত্রে যে জেলা রাজ্য সম্মেলনের দায়িত্ব নিতে চান । আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য দপ্তরে জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

১৫) গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত রিপোর্ট আগামী ১০ই নভেম্বরের মধ্যে রাজ্য দপ্তরে পাঠাবার জন্য আবারো অনুরোধ করছি।

১৬) অনলাইনে সম্পাদক মন্ডলীর সভায় সময় সংক্ষিপ্ততার জন্য ,জেলা কমিটিগুলির রাজ্য সম্মেলনের কোটা অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। আগামী সম্পাদক মন্ডলী সভা থেকে তা চূড়ান্ত করা হবে।

এই বিষয়ে জেলা কমিটির সম্পাদক/ সভাপতি , রাজ্য কমিটির সদস্য এবং রাজ্য কাউন্সিল সদস্যদের রাজ্য সম্মেলনের অর্থ নিজেদের মত করে সংগ্রহ করার উদ্যোগ এখন থেকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি।

রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী সভায় উপস্থিতি:

১) কমরেড মুন্সী মোশাররফ হোসেন

২) কমরেড নীলকমল সাহা

৩) কমরেড অশোক কর্মকার

৪) কমরেড সৌমেন ব্যানার্জি

৫) কমরেড রঞ্জন গুপ্ত

৬) কমরেড রীতা সেন চৌধুরী

৭) কমরেড মানস ভট্টাচার্য্য

৮) কমরেড চঞ্চল দাস

৯) কমরেড উপানন্দ মণ্ডল

১০) কমরেড দীপক সিনহা

১১) কমরেড সোমনাথ চন্দ্র

১২) কমরেড পরমানন্দ দোলাই

১৩) কমরেড বৃন্দাবন রুইদাস

১৪) কমরেড সমীরণ দেব

১৫) কমরেড গৌরব সাহা

১৬) কমরেড পারমিতা দাশগুপ্ত

১৭) কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী

অভিনন্দন সহ

সুব্রত চক্রবর্তী

সাধারণ সম্পাদক